বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রস্‌পেক্টাস

SMM ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত সরকার অনুমোদিত স্কুল কোড: ১১৬৭

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

SIRAJ MIA MEMORIAL MODEL SCHOOL

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন শিক্ষা, সেবা, গবেষণা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান

AJA REGISTRARS ISO 9001:2008

UKAS QUALITY MANAGEMENT

ISO 9001-2008 CERTIFIED

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন

প্লট # ২৩, রোড # ১০, দক্ষিণ বারিধারা আ/এ, (রাজউক প্রজেক্ট), বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ফোন : ৯৮৫৩৬৮২, ৮৮৩৬৮৪৭, E-mail : sirajmia.m.m.school@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

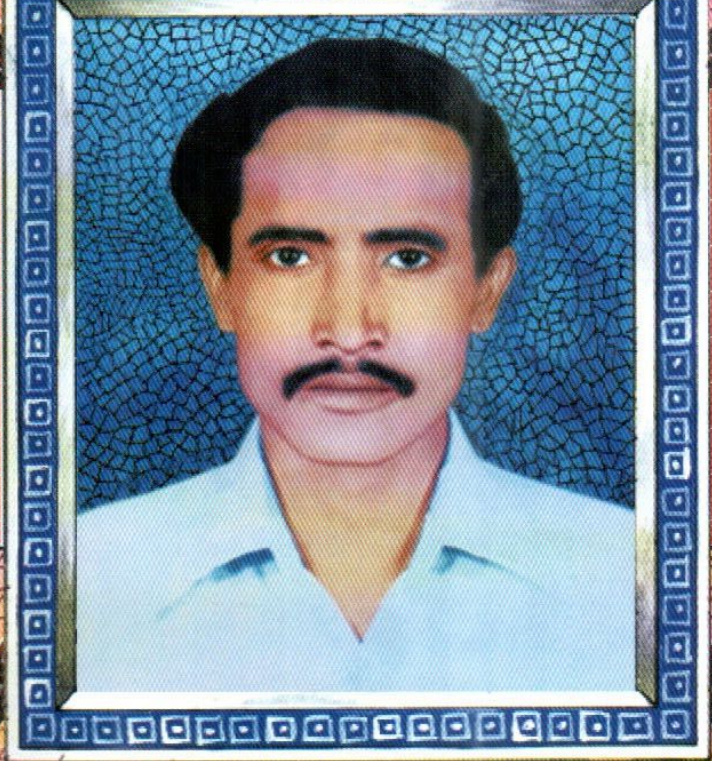

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া

(যাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এ বিদ্যাপীঠ)

প্রতিষ্ঠাতার বাণী

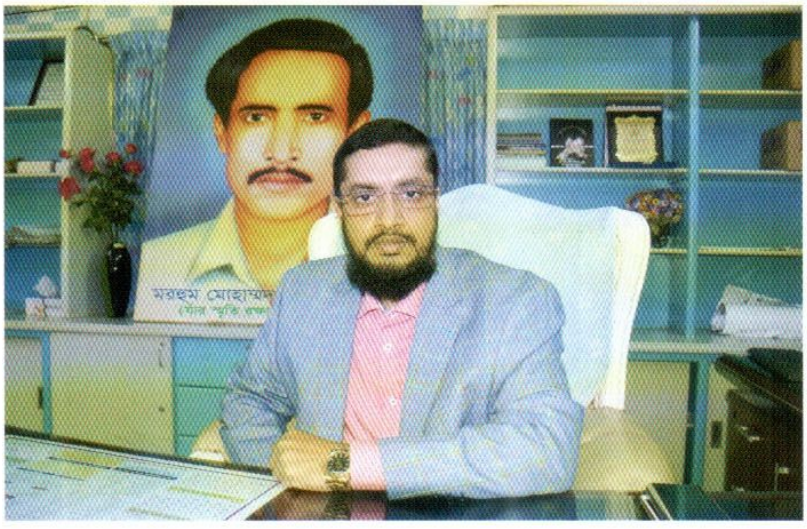

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান সোপান। আত্মশক্তি অর্জনের প্রধান উপায় শিক্ষা। তাই জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। মানুষের এই অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই শুরু হয় **"সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"** এর পথ চলা।

"আমার শিক্ষার একটি কথা হলেও মানুষের নিকট তা পৌঁছে দিও" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই অমূল্য হাদিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব সম্পর্কে। সেই গুরুত্বকে সামনে রেখে এক মহামানবিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আত্মশাসনে সক্ষম বিবেকবান মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই বিদ্যালয়।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার মানসে অত্র বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে **বি.এন.সি.সি.** (আর্মি ইউনিট)।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলেছেন- "কাজে আনন্দ থাকলে সেই কাজ নিখুঁত হয়"। দার্শনিকের এই বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিদ্যালয় প্রতি বছর বনভোজন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। আমার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা আগামী দিনের সম্ভাবনাময় কিশলয়ের জয়গানে। তাদের গৌরবদীপ্ত অর্জনের মধ্য দিয়ে সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মানে ও অগ্রগতি সাধনে, রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির উপর আমার পিতা মরহুম সিরাজ মিয়ার নামে নামকরণ করা হয় এ প্রতিষ্ঠানের। আমার প্রয়াস সেদিন সার্থক হবে যেদিন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ প্রজ্ঞায়, নিজ মেধায় স্বীয় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উল্লসিত হবে। আমার এই মহৎ প্রয়াসে আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের অঙ্গীকারকে ঋদ্ধ করতে আপনাদের দোয়া এবং আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা
সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

সভাপতির বাণী

শিক্ষা একটি জাতিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার পথকে সুগম করে। মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুযোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই মানবতার মহান সেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত পিতৃশ্রদ্ধাবোধ ও তাঁর স্মরণে আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গড়ে উঠেছে **"সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"**। প্রবাহমান সময়ের স্রোতমুখে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি; যশ, সুনাম, মর্যাদা এ ত্রিবেণী ত্রিধারার সংযোগ। বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলের নিরন্তর ও নিরলস শ্রমে আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিদ্যালয়টি আজ সফলতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে এগিয়ে চলেছে শীর্ষে আরোহণের লক্ষ্যে। শুরু থেকেই বিদ্যালয়টি তার সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সাবলীল কার্যক্রম দ্বারা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এ বিদ্যালয়টি সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ, বিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এ ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা ও সু-সম্পর্কের সমন্বয়ের মাধ্যমে অচিরেই দেশের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। যার প্রমাণ বিগত PEC, JSC ও SSC পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের অভাবনীয় সাফল্য। ISO সনদ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়টি তার শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতায় আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। সেই সাথে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্থায়ী স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে এ বিদ্যালয়ের ভিত্ আরও সু-দৃঢ় হয়েছে। আমি এ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(শাহীনুল ইসলাম)
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

অধ্যক্ষের বাণী

মানুষের প্রতি স্রষ্টার প্রথম বাণীর মধ্যে ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বান। "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাজি খালাক"- পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এ আহ্বানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা মানুষকে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষা একটি জাতিকে অজ্ঞতার অমানিশা থেকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে, সত্য সন্ধানে তাদের করে তোলে একনিষ্ঠ। শুধু জ্ঞান অর্জনকারীরাই নয়, জ্ঞান অর্জনের সহায়তাকারী পৃথিবীতে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের প্রতিভু হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরণের মতো মহৎ হৃদয়ের অধিকারী মানুষের সংখ্যা আজকে বস্তুতান্ত্রিক সমাজে কম হলেও একবারে নগন্য নয়; সকল প্রকার জাগতিক লোভ লালসার উর্ধ্বে উঠে এসব মানুষ নিরলস ভাবে কাজ করে যান মানব কল্যাণের জন্য। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে একটা সুন্দর, ন্যায় ও আদর্শভিত্তিক জাতি বিনির্মাণের দৃঢ় প্রত্যয়ে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন সাহেব এ সমাজের তেমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব; যিনি মানবতার এই মহান কল্যাণ সাধনায় পিতৃশ্রদ্ধাবোধে জাগ্রত হয়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মেরুল বাড্ডায় গড়ে তুলেছেন **"সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"**। শিক্ষাকে পণ্য করার অসুস্থ মানসিকতায় গড়ে ওঠা তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে জ্ঞান, মেধা ও সৃষ্টিশীল সত্ত্বা বিকাশের অভিপ্রায়ে গড়ে উঠেছে এই ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রয়াস মহৎ; প্রশংসনীয় এ উদ্যোগ।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দেশের প্রতি স্বতঃস্ফুর্ত দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য এখানে শিক্ষার্থীদের ভিতর থেকে গড়ে তোলা হয়েছে চৌকস **B. N. C. C** (আর্মি ইউনিট)।

নতুন শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে বিশ্বায়নের পথে ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে আমাদের বংশধরেরা। **"সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"** আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও নৈতিক বোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। যার প্রমাণ বিগত বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, যা ইতোমধ্যেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিচক্ষণতা ও জ্ঞানলব্ধ প্রতিভায় উদ্ভাসিত শিক্ষানুরাগী সম্মানিত সভাপতি জনাব শাহীনুল ইসলাম এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন। একই সাথে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সকল সুযোগ্য সদস্য ও দক্ষ শিক্ষক মণ্ডলীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিচালনা ও শিক্ষার আলো বিকিরণের সফল ক্ষমতা এ শিক্ষাঙ্গনকে করে তুলেছে গতিশীল।

প্রবাহমান সময়ের বুকে দৃঢ় পদচিহ্ন রেখে সকল প্রকার অচলায়তনের বাঁধাকে অতিক্রম করে সফলতার শীর্ষে পদার্পণ করুক আমাদের এ বিদ্যালয়, পরিণত হোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও আদর্শের সূতিকাগারে; বাস্তবায়ন করুক সোনালী দেশ গড়ার স্বপ্নকে; মহান স্রষ্টার কাছে এটাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

(প্রফেসর সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক)
অধ্যক্ষ
সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

শিক্ষা উপদেষ্টার বাণী

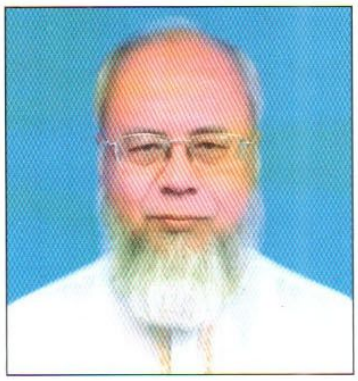

Ignorance is similar to darkness. (অজ্ঞতা অন্ধকারের সামিল)। লেখাপড়া কেবল ডিগ্রী অর্জনেরই উদ্দেশ্যে না। লেখাপড়া মানুষকে যথাযথ মনুষ্যত্ব দান করে। পরোপকারী কল্যাণব্রতী মানুষই যথার্থ মানুষ। জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে ছাত্রদের সুযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। ছাত্ররা যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেই জাতির জন্য তারা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। সুন্দর জাতি গঠনের জন্য ছাত্রদের মনোযোগী হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আদর্শ মানুষের মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ এমন প্রতিষ্ঠান। একটি ভাল বীজ যেমন একটি সুস্থ গাছের জন্ম দিতে পারে তেমনি একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনই একটি উদাহরণ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য **আলহাজ্ব মো. মনির হোসেন** সাহেব ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র মেরুল বাড্ডায় **সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল** নামে সুন্দর পরিবেশে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। যার সান্নিধ্যে এসে এলাকার মানুষ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সমাজ। বয়ে আনছে সুনাম ও সুখ্যাতি।

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল বর্তমান সময়ে জাতি গঠনের জন্য একটি উন্নয়ন মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার প্রমাণ বিগত বছরগুলোর ফলাফল লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। শুরু থেকেই অত্র বিদ্যালয় অভিভাবক ও সুশীল সমাজে ব্যাপক আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এ প্রতিষ্ঠান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল- আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক অতি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান। এখানে জ্ঞান পরিসরের সকল ব্যবস্থা অতি সহজে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে এটি একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। সু-দক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষকমন্ডলী, বিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্র, অভিভাবক সকলের প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা আজীবন বজায় থাকুক এবং সুন্দর হোক কচিকাঁচা শিশু কিশোরদের ভবিষ্যৎ পথ চলা। এ কামনা করে আগামীর পথে অত্র প্রতিষ্ঠানকে আরো এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

(এ কে এম নজরুল ইসলাম)
শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা
সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

উপাধ্যক্ষের বাণী

বিদ্যালয় একটি সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। সমাজের প্রতিচ্ছবি বিদ্যালয় নামক দর্পণে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সমাজের ধণাঢ্য ব্যক্তির ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুর্তপণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই সমাজ হিতৈষী, জনকল্যাণকামী আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন অত্র এলাকায় একটি বিদ্যালয় গড়ার আন্তরিক তাগিদ বোধ করেন। তাঁর আত্মিক ও আর্থিক অনুদানে রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির উপর ২০০৫ইং সালে অত্র বিদ্যালয়ের পদচারণা। বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য যুগোপযোগী মানসম্মত শিক্ষাদান।

এ শিক্ষাঙ্গন একটি বাগান; যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পুষ্পবৃক্ষ আর শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন সে বাগানের মালি। "The same fire that melts the butter hardens the egg"- মন্ত্রে বিশ্বাসী শিক্ষক মন্ডলী তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে যে পুষ্পবৃক্ষ লালন করছেন তাই একদিন পত্র-পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হয়ে দেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিক হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বংশগতির ধারায় প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের উপর শিক্ষকের কোন হস্তক্ষেপ চলে না; শিক্ষক যা করতে পারেন তা হল পরিবেশ পরিবর্তন বা তৈরী করে তাতে নতুন নতুন শিক্ষাদান কৌশল দ্বারা যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। আমাদের শিক্ষকরা তা'ই করেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-আচরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সাংস্কৃতি চর্চা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ফলাফলের চমৎকারিত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যেই অত্র এলাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে এ বিদ্যাপীঠকে আলাদা করেছে। সুন্দর পরিবেশে Quality Education নিশ্চিত করণের মাধ্যমে সমাজ তথা দেশ পরিবর্তনশীলতার ধারাবাহিকতায় মহানুভব প্রতিষ্ঠাতা জনাব আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন সাহেবের মহৎ উদ্যোগ পরম করুণাময় কবুল করুন। আমিন।

মো: হারুন-অর-রশীদ ভূঁইয়া
উপাধ্যক্ষ
সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

শুভ উদ্বোধন

১৩ই জানুয়ারি, ২০০৭ইং ৩০ পৌষ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ রোজ শনিবার, বেলা ১১ ঘটিকায় **শুভ উদ্বোধন** অনুষ্ঠানে মোনাজাতরত তৎকালীন **রাষ্ট্রপতির সহধর্মিনী** **প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম** (উপাচার্য, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)- এর সাথে প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি **আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেনসহ** অতিথিবৃন্দ ।

উদ্বোধনী ভাষণ

শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সহধর্মিনী **প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম** (উপাচার্য, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং তাঁর পাশে **প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন**।

ভূমিকা :

ঢাকা মহানগরীর দৈনন্দিন ব্যস্ততা, কোলাহল, শব্দ ও পরিবেশ দূষণ প্রতিনিয়ত ব্যাহত করছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের সন্তানেরা। এই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত অবকাঠামো ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে **সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল**। ক্রমাগত সাফল্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অব্যাহত সুনাম অর্জনের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অতিক্রম করে আজ এই শিক্ষায়তন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ১৪তম বর্ষে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য :

এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমাদের দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যমান সময় সাপেক্ষ, একঘেয়েমি ও গৎবাঁধা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদায় জানিয়ে একটি প্রগতিশীল ও বাস্তবমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের সূচনা। আশা করা যাচ্ছে যে, এ মহৎ উদ্যোগ তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভে অনুপ্রাণিত করবে এবং অতি জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনের চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে অতিক্রম করতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। তদুপরি প্রতিষ্ঠানের একটি সুষম সমন্বিত কাউন্সিল শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং সকল নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য :

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি সত্যিকার মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবই **সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল** প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। এ অভাব বোধই অত্যন্ত উঁচু মানের একটি পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার চমৎকার ধারণা দেয়, যেখানে সর্বস্তরের ছেলেমেয়ে তাদের মেধার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। আশা করছি, অতুলনীয় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান চর্চা তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে এবং তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করবে। পরিশেষে, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সমতা অর্জনের মাধ্যমে তারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বে মানব জাতির উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এই মূখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ঃ-

১। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে মত বিনিময়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।
২। প্রত্যেক স্তরে পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণে বোর্ড নির্দেশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ।
৩। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গতিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত Co-curriculum ও Extra-curriculum অনুসরণ।
৪। শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা দান করতে এবং জাতিকে প্রগতিশীল নেতৃত্বদানে সক্ষম হয়, সেজন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উন্নতির সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

পাঠ্যক্রম :

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রানালয় কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম হিসাবে উন্নত বিশ্বের আধুনিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভাষাই হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই নিরিখে স্কুলটি একটি ইংরেজী প্রাধান্য বাংলা মিডিয়াম স্কুল।

ক্লাস :

বর্তমানে প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে এর পরিসর আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্রুপ :

বর্তমানে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু রয়েছে।

সিলেবাস :

নবম শ্রেণির প্রত্যেক শাখার সিলেবাস ঢাকা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। অন্যান্য শ্রেণির সিলেবাস বোর্ড ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

শিফ্‌টসমূহ :

ক) **প্রভাতি শিফ্‌ট :** প্লে- গ্রুপ, নার্সারী, কে.জি, ১ম ও ২য় (বালক+বালিকা)
৩য় - ১০ম (শুধু বালিকা) সকাল ০৭:২০- দুপুর ১২:১০

খ) **দিবা শিফ্‌ট :** ৩য়-১০ম (শুধু বালক) দুপুর ১২:৩০- বিকাল ০৫:৩০

শৃঙ্খলা :

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলাহীন প্রতিষ্ঠানকে তুলনা করা যেতে পারে রাডারবিহীন কোন জাহাজের সঙ্গে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রম-হ্রাসমান, যা পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করছে, এ থেকে মুক্তির সমূহ কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি শৃঙ্খলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। যে কোন মূল্যে স্কুলের আইন, বিধিমালা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির পবিত্রতা এবং শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ :

আচরণগত পরিবর্তনের নীতিমালা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা, গভীর অনুভূতি ও সুষ্ঠু কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

কম্পিউটার শিক্ষা :

সকল শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যারা কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রশিক্ষণে প্রকৃত দক্ষতা ও গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে, তাদেরকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া হবে। স্কুলে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিশেষ কোচিং :

নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি প্রাথমিক সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা আলাদা বিন্যাসে/ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে তারা মূল পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ক্লাসের বাইরেও বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

সহ-শিক্ষা কার্যক্রম :

একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের (Co-Curriculum) প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। প্রতিযোগীদের সুপ্ত প্রতিভা অন্বেষণের জন্য এবং তাদের শরীর ও মনের যথাযথ বিকাশের জন্য সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচীর পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রম সারা বছর পরিচালিত হয়।

এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপরও বিশেষ জোর দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনায় হামদ্, নাত, কেরাত, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, গান, নাটক, কৌতুক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়। অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ডাক টিকিট সংগ্রহ, অঙ্কন এবং মুদ্রণ, ফটোগ্রাফ, বাগান করা, কবিতা এবং B.N.C.C কোর -এর পাশাপাশি অঙ্কুরোন্মুখ মেধাবীদের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন সম্বলিত দেয়াল পত্রিকা সহ বাৎসরিক ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যবস্থা।

শারীরিক শিক্ষা :

শারীরিক শিক্ষার সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে ফুটবল গ্রাউন্ড, ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ভলিবল গ্রাউন্ড, হ্যান্ডবল গ্রাউন্ড ও ব্যাডমিন্টন গ্রাউন্ড।

ইনডোর গেম :

ইনডোর গেমসের সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে কেরাম, ওয়ার্ড মেকিং গেম।

স্কুল ব্যায়ামাগার :

স্কুলে একটি আধুনিক ব্যায়ামাগার থাকবে। স্কুলের সকল কর্মদিবসে বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে। যে কোন শিক্ষার্থী এ ক্লাবের সদস্য হতে পারবে।

ক্লাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান :

নিম্নলিখিত ক্লাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর থাকবে :

* বিজ্ঞান ক্লাব
* আর্ট ও ক্রাফ্‌ট ক্লাব
* কম্পিউটার ক্লাব
* ল্যাংগুয়েজ ক্লাব
* মিউজিক ক্লাব
* ডিবেটিং ক্লাব

ক্লাব ও সোসাইটিগুলোর কার্যক্রম ১ম থেকে দশম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের রয়েছে।

স্কুলের প্রতিযোগিতা :

প্রতি বছর বিতর্ক, বক্তৃতা ও উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, কুইজ, সাধারণ জ্ঞান, হামদ, নাত, আযান, কেরাত, গান ও চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় কর্মসূচী :

ধর্মীয় কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে শব-ই-মেরাজ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, আখেরী চাহার সোম্বা ও স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল। তাছাড়া দিবা শাখার মুসলিম শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্কুল সংলগ্ন মসজিদে জোহরের নামায আদায় করে এবং প্রাত্যহিক সমাবেশের পূর্বে অনুবাদ সহ পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয়।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

অনেক ছেলেমেয়ে তাদের বাড়ন্ত বয়সে কিছু মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাধারণভাবে ছেলেমেয়েরা এস.এস.সি. পর্যায়েই বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়। হঠাৎ শারীরিক এ পরিবর্তন ছেলেমেয়েদেরকে একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে।

এ সময় তারা বিভিন্ন আবেগ ঘটিত সমস্যা ও মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হয়। অন্যদের মাঝে বলাতো দূরের কথা, তারা তাদের পিতা-মাতাকে এসব সমস্যা সম্পর্কে জানাতে লজ্জা বোধ করে। তাই তাদের সমস্যাগুলো তারা নিজেদের মাঝে রাখতেই পছন্দ করে এবং এতে তাদের সমস্যাগুলো বেড়েই যায়। শিক্ষক, মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণ একটু সতর্ক হলেই শিশু কিশোরদের এই সকল কষ্ট থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে সংকোচবোধ, একাকীত্ব, অমনোযোগিতা, অবাধ্যতা, হঠাৎ রেগে যাওয়া, মনোযোগের অভাব ইত্যাদি আচরণ হচ্ছে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার পূর্ব লক্ষণ। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আধুনিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী। তাই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে পরিচালনা করতে উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ উপদেষ্টাগণ নিয়োজিত থাকবেন। তারা তাদের উপদেশ ও স্নেহ দিয়ে এ সকল শিক্ষার্থীকে মুক্তভাবে তাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করবেন।

মেডিকেল চেক-আপ :

এ প্রতিষ্ঠানে একজন খণ্ডকালীন মেডিকেল অফিসার থাকবেন যিনি রুটিন অনুসারে শিক্ষার্থীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের কাজও তিনি করবেন।

স্কুল লাইব্রেরি :

প্রতিষ্ঠানে একটি লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিটি সকল প্রকার রেফারেন্স বই (যথা : এনসাইক্লোপিডিয়া/জ্ঞানকোষ, সাধারণ জ্ঞানের বই, খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) দ্বারা সমৃদ্ধ। লাইব্রেরিটি সকাল ০৭:৩০ মি. থেকে বিকাল ০৫.৩০ মি. পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত আছে।

স্টেশনারি ও বুকস্টল :

স্কুল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি স্টেশনারি ও বুকস্টল আছে। এখান থেকে শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার বই, স্কুলের মনোগ্রামসহ খাতা, স্কুল ডায়েরী, কলম, পেন্সিল ও যাবতীয় স্টেশনারি দ্রব্য সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

স্কুল ক্যান্টিন :

স্কুল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একজন ঠিকাদার কর্তৃক পরিচালিত একটি ক্যান্টিন আছে। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব নাস্তা আনার জন্য উৎসাহিত করা হয়। তারা ক্যান্টিনের সেবাও গ্রহণ করতে পারে।

অভিভাবক দিবস :

স্কুলে মাসে/টার্মে অভিভাবক দিবস পালিত হয়। এটা অভিভাবকগণকে তাদের নিজ নিজ সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে শিক্ষকগণের সঙ্গে মতামত ও চিন্তা-চেতনার বিনিময় করতে সহায়ক।

বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ :

অত্র প্রতিষ্ঠানে সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা স্কুলের প্রচলিত নিয়মানুসারে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।

ভর্তির নিয়মাবলী :

সকল শ্রেণিতে ভর্তি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি করা হয়। ২০০ টাকার বিনিময়ে প্রাপ্ত নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হয়। শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারন জ্ঞানের উপর মোট ৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীর জন্য সর্বশেষ পঠিত শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জে.এস.সি পাশের সনদ পত্র জমাদান সাপেক্ষে মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

স্কুলের পরীক্ষা কর্মসূচি :

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শাখার জন্য ৩টি Term এবং মাধ্যমিক শাখার জন্য ২টি Term থাকবে। প্রত্যেক সাময়িকের পূর্বে দুটি শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা হয়। প্রত্যেক Term শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও সদাচরণের উপর উৎসাহ সৃষ্টিকারী নম্বর প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হয় ক্লাস পরীক্ষা ও Term পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে।

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির প্রতিবেদন : (Progress Report) :

প্রত্যেক Term-এর শেষে প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের সাথে শ্রেণি শিক্ষক / অধ্যক্ষ কর্তৃক মূল্যায়ন সম্বলিত ক্রমোন্নতির প্রতিবেদন অভিভাবকগণের নিকট পাঠানো হয়।

শ্রেণির প্রত্যেক শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা :

একটি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হলে শিক্ষকগণ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি আলাদা করে নজর দেয়ার সুযোগ পান না। তাই অভিভাবকগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রত্যেক শাখায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা **সর্বোচ্চ ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন** রাখা হয়েছে।

বি.দ্র. প্লে-গ্রুপ, নার্সারি এবং কেজি স্তরের প্রতিটি ক্লাস ২ জন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং ১ জন আয়ার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

জীবনের অগ্রগতির পরিকল্পনা :

বর্তমানে জীবন খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ, যদিও বাংলাদেশ নিম্ন স্বাক্ষরতার হার সম্বলিত দেশসমূহের অন্যতম তথাপি জনসংখ্যার বিচারে এদেশের স্থান অনেক উপরে, বেকারত্ব এখানে প্রধান সমস্যা। তাই এদিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে খুব সতর্ক থাকা উচিত। এ ব্যাপারে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি ও আচার-আচরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং ব্যক্তিগতভাবেও প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ফি পরিশোধ পদ্ধতি :

প্রতি মাসের টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি সমূহ অবশ্যই মাসের ৫ থেকে ১০ তারিখ সকাল ০৮:০০ টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত স্কুলে অবস্থিত **ব্যাংক এশিয়া'র** বুথে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত তারিখে ছুটি থাকলে খোলার দিন গ্রহণ করা হবে। উল্লেখিত তারিখে বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাসে ৫০ টাকা জরিমানাসহ বেতন পরিশোধ করতে হবে। পর পর তিন মাস বেতন বকেয়া হলে হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে পুণঃ ভর্তিফিসহ বেতন পরিশোধ করতে হবে।

পোশাক :

স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ও ডিজাইনকৃত পোশাক অবশ্যই পরিধান করতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শাখায় সাদা স্কার্ফ ও মাধ্যমিক শাখায় বড় সাদা ওড়না পরিধান বাধ্যতামূলক। অন্য রং এর ওড়না বা স্কার্ফ পরিধান করা যাবে না। মেয়েরা মাথায় কালো ক্লিপ পরতে পারবে এবং চুলে সাদা ফিতা বাঁধতে পারবে। স্কুলে কোন রকম Ornament গ্রহনযোগ্য নহে।

জুতা : মেয়েদের Selected Design এর কালো সু। ছেলেদের Selected Design এর কালো সু।

পরিচয়পত্র : প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই শার্ট/ফ্রকের বাম পকেটে তা প্রদর্শন করতে হবে।

ISO 9001-2008 কর্তৃক প্রদানকৃত সনদপত্র গ্রহণ অনুষ্ঠান-২০১০

ISO 9001-2008 কর্তৃক প্রদানকৃত সনদপত্র গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডঃ রিচার্ড জে-মারফি (চেয়ারম্যান এজেএ বাংলাদেশ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন **সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের** সভাপতি ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন, পাশে উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বৃন্দ।

B.N.C.C উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বি.এন.সি.সি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করছেন বি.এন.সি.সির মহাপরিচালক **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস.এম. ফেরদৌস,** এনডিসি, পিএসসি, সাথে রয়েছেন স্কুলের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা **আলহাজ্ব মোঃ মনির হোসেন,** অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

B.N.C.C উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বি.এন.সি.সি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বেলুন ও ফেস্টুন উড়ানো হচ্ছে।

B.N.C.C উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বি.এন.সি.সি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বি.এন.সি.সি ক্যাডেটদের গার্ড অব অনার গ্রহন করছেন বি.এন.সি.সির মহাপরিচালক **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস.এম. ফেরদৌস,** এনডিসি, পিএসসি, সাথে রয়েছেন স্কুলের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও অধ্যক্ষ।

B.N.C.C উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বি.এন.সি.সি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বি.এন.সি.সির ক্যাডেট বৃন্দ।

B.N.C.C উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বি.এন.সি.সি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রদূত **ম্যা মিং কিয়াং** কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও অধ্যক্ষ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও অধ্যক্ষ মহোদয় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিজয়ী শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রদূত **ম্যা মিং কিয়াং** সাথে প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় "মার্চ পাস্ট" এ অংশগ্রহণকারী একদল শিক্ষার্থী।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

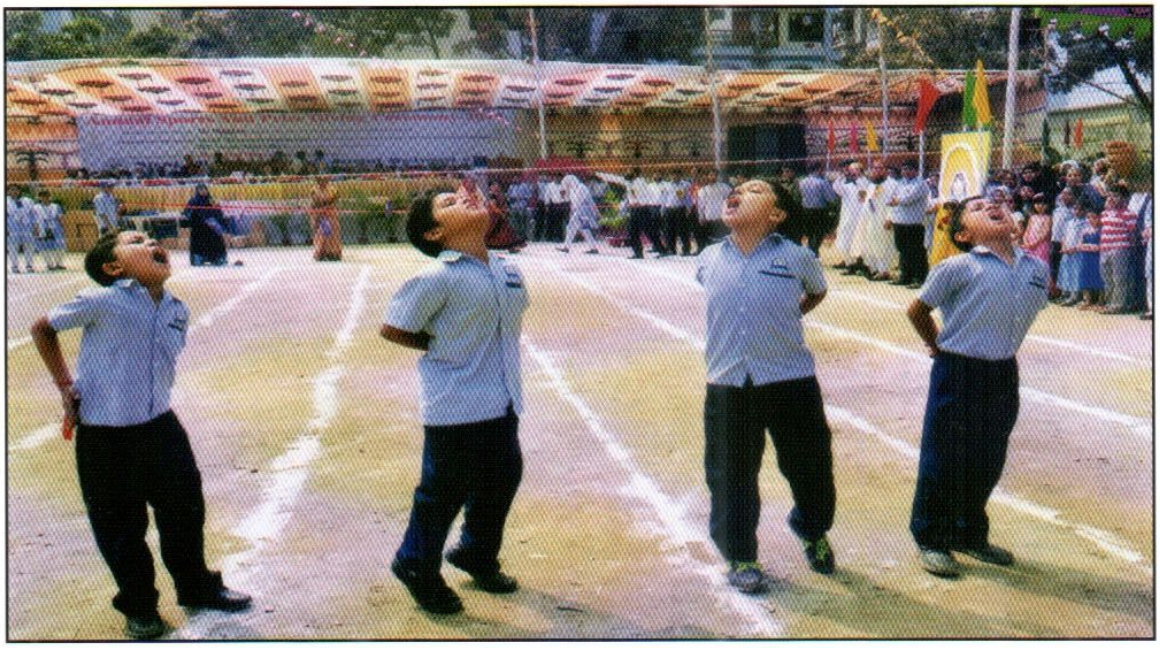

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের চকলেট দৌড় প্রতিযোগিতা।

ট্রাফিক সচেতনতা কার্যক্রম

বাড্ডা ট্রাফিক জোন কর্তৃক আয়োজিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মশালায় উপস্থিত স্কুলের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়, অধ্যক্ষ সাথে ট্রাফিক উত্তর বিভাগের **উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব প্রবীর কুমার রায়, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব জিন্নাত আলী মোল্লা** সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ।

মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়, অধ্যক্ষ, উপদেষ্টা, পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষার্থী বৃন্দ।

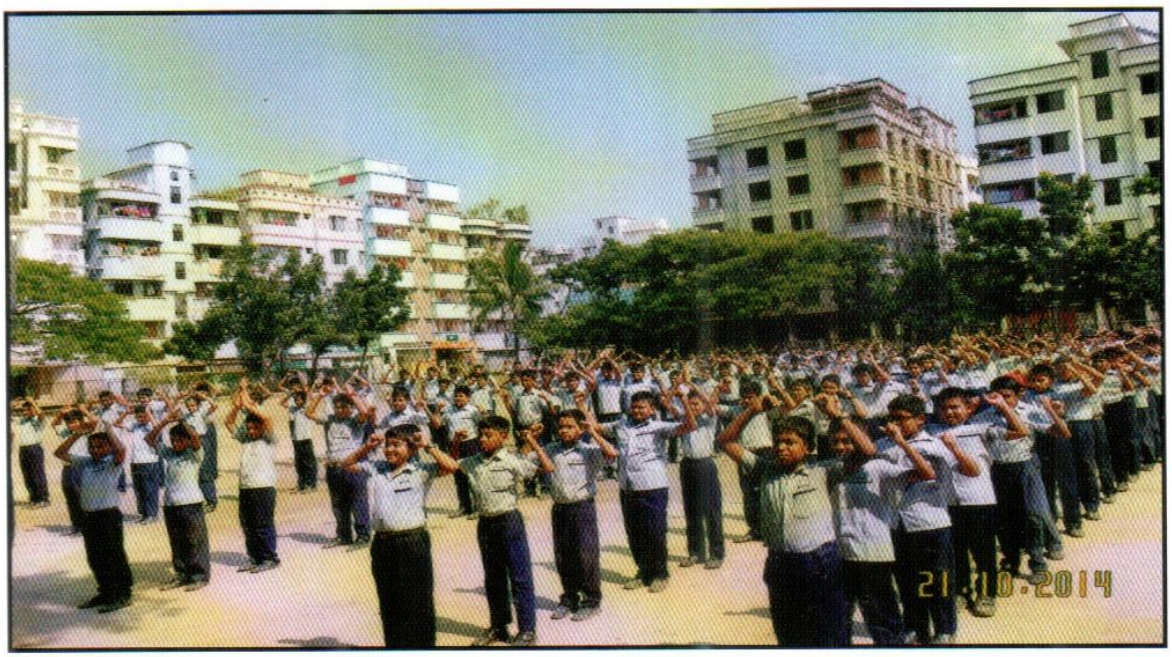

বিদ্যালয়ে দিবা শাখার সমাবেশে শিক্ষার্থীরা।

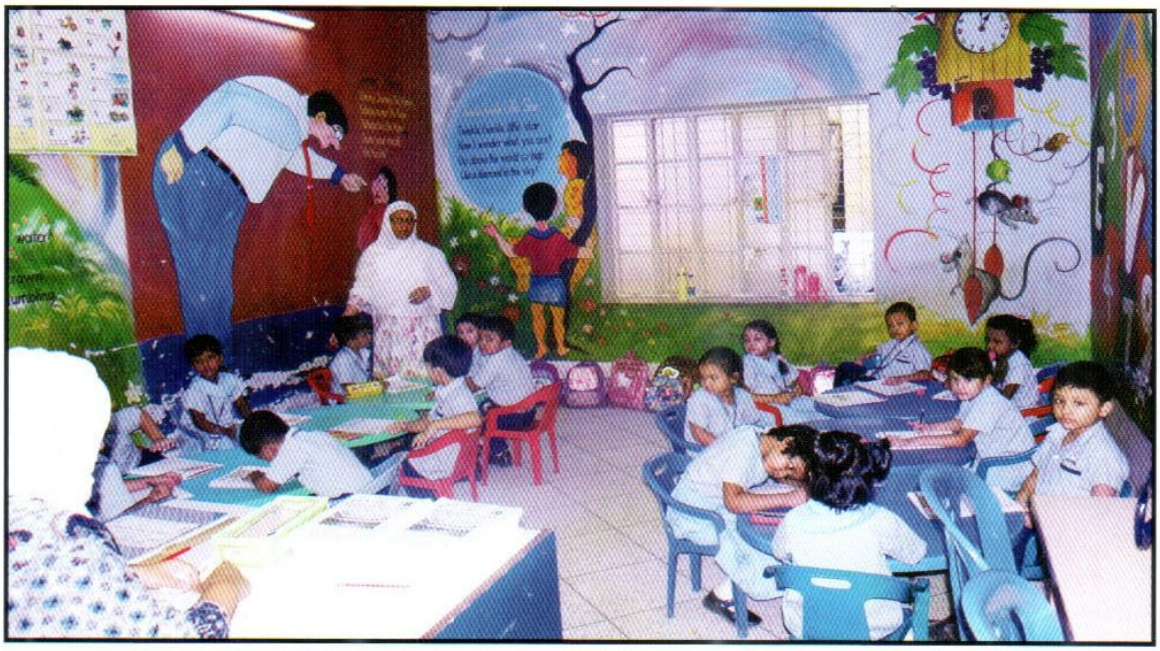

শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়ণরত প্লে-গ্রুপের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

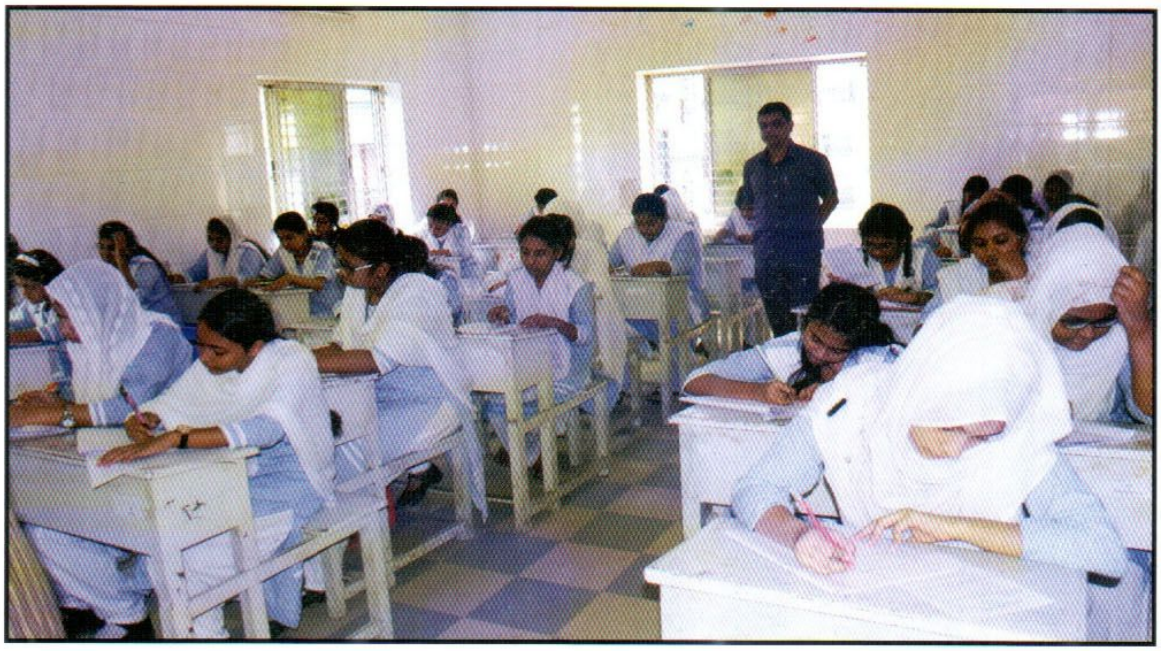

পরিক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা।

কম্পিউটার ল্যাব

কম্পিউটার ল্যাবে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানাগার

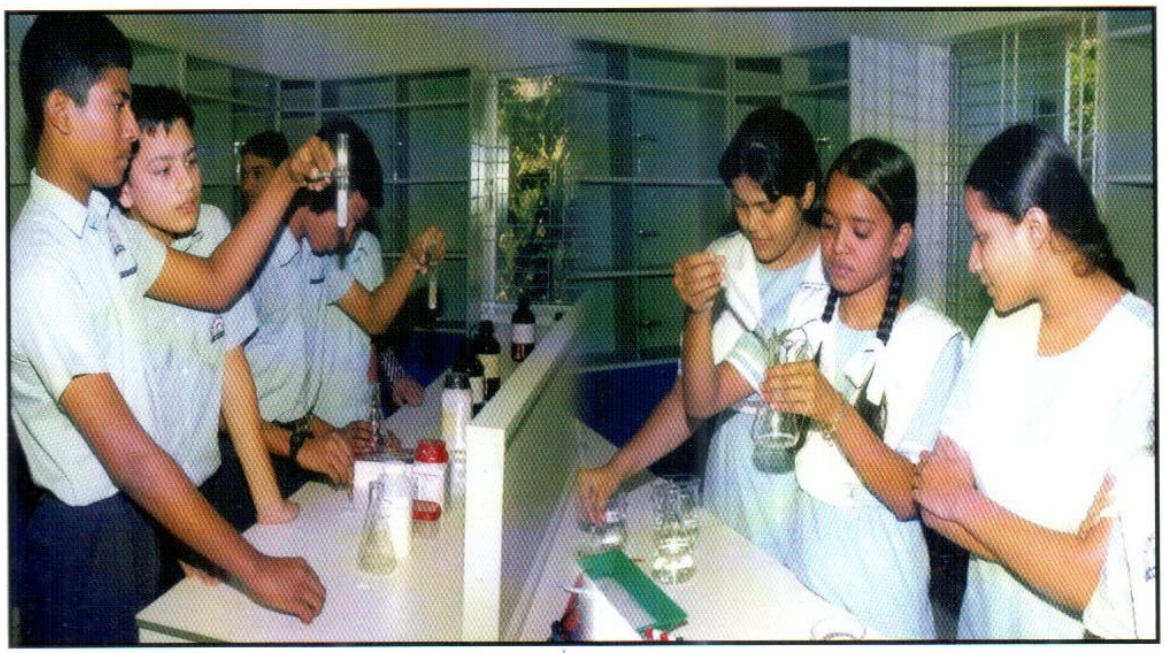

বিজ্ঞানাগারে ব্যবহারিক ক্লাসে প্রভাতি ও দিবা শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা।

মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের সাথে জে. এস. সি ২০১৬ পরীক্ষায়
বাড্ডা থানায় বৃত্তি প্রাপ্তদের মধ্যে ছেলে গ্রুপে প্রথম ও
মেয়ে গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী শিক্ষার্থী।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

পি. ই. সি ও জে. এস. সি ২০১৮ পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

এস. এস. সি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

এস. এস. সি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়র সাথে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা।

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সাথে আছেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মহান "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষে নৃত্য পরিবেশনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা দিবস

মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মন্ডলীর সাথে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

মহান বিজয় দিবস

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিজয়ের গান পরিবেশনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বৃন্দ।

মানব বন্ধন

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানব বন্ধনে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

এস. এস. সি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা -২০১৯

মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক মিয়া

এলহাম দীনা

অনিক দাস

আসফিয়াতুজ জান্নাত অহনা

আতিকা সুবহা

মোহতাসীম ফুয়াদ তাশদীদ

মোঃ ইফতেখার হোসেন

জুয়াইরিয়া বিনতে শরিফ

মোসাঃ লাইসা ইসলাম

মোঃ মনজুরুল ইসলাম লিপু

মাহামুদ ইসলাম শান্ত

মীর জুবায়ের আহমেদ

মোসাঃ ঊষা আক্তার

নাহিয়ান আল মাহ্‌দি

নাজরানা ইসলাম নীতি

নুসরাত জাহান

এস. এস. সি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা -২০১৯

ওমর ফারুক

রাইয়ান রহমান

সামিয়া ইসলাম রিয়া

সাজিদ হাসান

ফারদিন আহসান শিমন

নাসিফ রহমান তূর্য

ওমর ফারুক

নাহরিন হোসেন উসরা

রাকিবুল আজম জিসান

জে.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা -২০১৮

ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

রামিম বিন ওবায়েদ

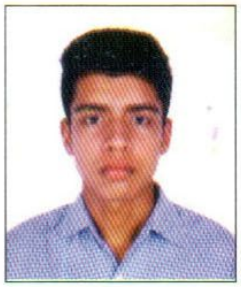
সাদমান সাকিব

রাইসা ইয়াসমিন

সাফকাত তাইয়্যেবা সারা

জে.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা -২০১৮
ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

শাহনাজ সুলতানা রিতু

আল মোমতাহিনা নুহা

সুমাইয়া পূরবী মারিয়া

নাফিসা আক্তার ওসিন

জে.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা -২০১৮
সাধারণ বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

আবির হাসান

ফেরদৌস হোসেন ইমন

আব্দুল্লাহ আল রাইয়ান

রেদোয়ান সরকার

আব্দুল্লাহ আল রোমান

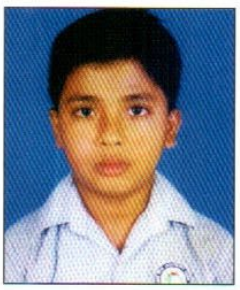
তায়েফ আহমদ

মারজিয়া মোহসিন

হৃদিতা বোস পূজা

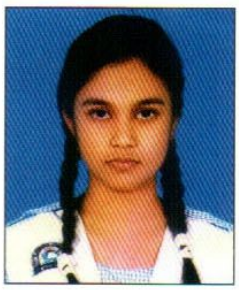
সুমাইয়া ইসলাম নাবিলা

আয়েশা সালমা তিষা

সাজিদ হাসান

পি. ই. সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা

বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

আদিত্য দাস আকাশ

হাসিবুর রহমান জুবায়ের

মোঃ আল-সামি

জেরিন তাসনিম প্রিয়ন্তী

সায়মা জাহান সাদিয়া

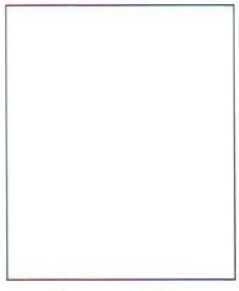

নিশাত তাসনিম

সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

স্থাপিত ঃ ২০০৫ ইং

B. N. C. C (আর্মি ইউনিট)

খান অফসেট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং-২০২০ ইং